অলঙ্কার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা:

সাহিত্যের তথা কাব্যের সৌন্দর্য সৃষ্টি করে অলঙ্কার।

সাহিত্য = ভাব + ভাষা

অলঙ্কারের কাজ ভাব ও ভাষাকে সুন্দর করা। ভাব বিমূর্ত। তাই ভাষাকে সুন্দরের মাধ্যমে ভাবকে সুন্দর করা হয়। সর্বোপরি সাহিত্যকে সুন্দর করা হয়।

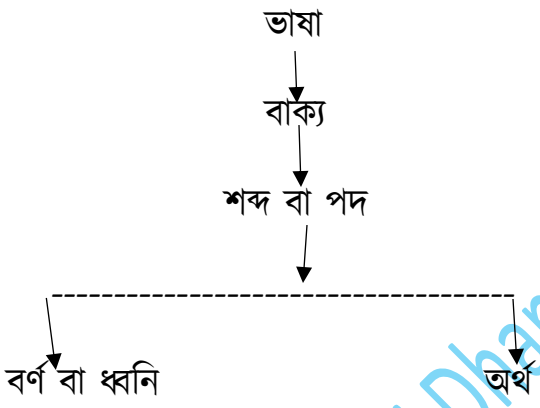

ধ্বনি বর্ণের শ্রুতিগ্রাহ্য রূপ। ভাষার সবচেয়ে ক্ষুদ্র একক বর্ণ বা ধ্বনি।

বর্ণ দিয়ে যে অলঙ্কার তৈরি হয় তা হল শব্দালঙ্কার।

অর্থ দিয়ে যে অলঙ্কার তৈরি হয় তা হল অর্থালঙ্কার।

- শব্দালঙ্কারে শব্দের প্রাধান্য থাকে আর অর্থালঙ্কারে অর্থের প্রাধান্য থাকে।
- শব্দালঙ্কারের আবেদন শ্রুতিতে আর অর্থালঙ্কারের আবেদন আমাদের বোধ বা মনের কাছে।
- শব্দালঙ্কারের শব্দকে পরিবর্তিত করা যায় না কারণ শব্দ পরিবর্তিত হলে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। অর্থালঙ্কারে অর্থ ঠিক রেখে শব্দের পরিবর্তন করা যায় ।

- এ নহে কুঞ্জ কুন্দ কুসুম রঞ্জিত ⟶ শব্দালঙ্কার।
- পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন ⟶ অর্থালঙ্কার।

Department of Bengali, Rani Dhanya Kumari College

* শব্দালঙ্কার মূলত ছয় প্রকার: অনুপ্রাস, শ্লেষ, যমক, বক্রোক্তি, ধ্বন্যুক্তি, ও পুনরুক্তবদাভাস।

* অর্থালঙ্কার কে পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়।

ক) সাদৃশ্যমূলক: উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অপহ্নুতি, সন্দেহ, ভ্রান্তিমান, ব্যতিরেক, সমাসোক্তি। অতিশয়োক্তি, দৃষ্টান্ত ইত্যাদি।

খ) বিরোধমূলক: বিরোধাভাস, অসঙ্গতি ইত্যাদি।

গ) শৃঙ্খলামূলক: দীপক, একাবলী, কারণনামা ইত্যাদি ।

ঘ) ন্যায়মূলক: পর্যায়, সামান্য, অনুমান ইত্যাদি।

ঙ) গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক: অর্থান্তরন্যাস, অপ্রস্তুত-প্রশংসা, ব্যাজস্তুতি, স্বভাবোক্তি ইত্যাদি।

অনুপ্রাস: একই ব্যঞ্জনধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ বারবার ধ্বনিত বা উচ্চারিত হলে তাকে বলে অনুপ্রাস।

সারদা সরলা বালা সবে না সন্দেহ জ্বালা।

স = ৪ বার, র = ২ বার, ল = ৩ বার, ন = ২ বার, দ = ২ বার, ব = ৩ বার ধ্বনিত হয়ে কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে।

অনুপ্রাস ⟶ **১)** অন্ত্যানুপ্রাস।

২) বৃত্ত্যনুপ্রাস।

৩) ছেকানুপ্রাস।

৪) শ্রুত্যনুপ্রাস।

৫) লাটানুপ্রাস।

অন্ত্যানুপ্রাস: কবিতায় চরণ বা পদের শেষে যে পদধ্বনি থাকে, পরবর্তী চরণ বা পদের শেষেও যদি সেই একই পদধ্বনি থাকে, তাহলে তাকে অন্ত্যানুপ্রাস বলে।

দৃষ্টান্ত: মহাভারতের কথা অমৃতস**মান**।

Department of Bengali, Rani Dhanya Kumari College

কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্য**বান্**।।

বৃত্ত্যনুপ্রাস:

ক্রমসাদৃশ্য- যেখানে সবটাই সাদৃশ্য- মালা, মালি (ব্যঞ্জনবর্ণ একই ক্রমে রয়েছে।)

স্বরূপসাদৃশ্য- যেখানে খানিকটা সাদৃশ্য- মালা, লামা (ব্যঞ্জনবর্ণ একই থাকলেও ক্রম রক্ষিত হয়নি।)

* বিযুক্ত/অযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুচ্ছ স্বরূপানুসারে মাত্র দু'বার ধ্বনিত হবে।

দৃষ্টান্ত: আজি **কম**ল **মুকু**ল দল খুলিল।

'ক', 'ম' বিযুক্ত ধ্বনিগুচ্ছ স্বরূপানুসারে দুবার ধ্বনিত হয়েছে।

* বিযুক্ত বা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুচ্ছ ক্রমানুসারে বহুবার ধ্বনিত হবে।

দৃষ্টান্ত: এত **ছলনা** কেন **বল না**

গোপল**লনা** হল সারা।

ছেকানুপ্রাস: ব্যঞ্জনবর্ণ গুচ্ছ যুক্ত বা বিযুক্ত ভাবে ক্রমানুসারে মাত্র দুবার ধ্বনিত হলে তাকে বলে ছেকানুপ্রাস।

দৃষ্টান্ত: যাপিনু যা**মিনী** য**মুনা**র কূলে

শ্রুত্যনুপ্রাস: বাগ্ যন্ত্রের একই স্থান থেকে উচ্চারিত শ্রুতিগ্রাহ্য সাদৃশ্যময় ব্যঞ্জনধ্বনির নাম শ্রুত্যনুপ্রাস।

দৃষ্টান্ত: পরপারে দেখি আঁ**কা**

তরুছায়া মসী-মা**খা**।

লাটানুপ্রাস: বাক্যে একই শব্দ একই অর্থে যদি দু'বার বা তার বেশি বার ব্যবহৃত হয়,তখন তাকে লাটানুপ্রাস বলে।

দৃষ্টান্ত: **সকাল সকাল** বাড়ি ফেরা।

Department of Bengali, Rani Dhanya Kumari College